গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
সাধারণ শাখা
www.rajshahidiv.gov.bd

সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে আয়োজিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর বিভাগীয় কমিশনার
সভার তারিখ	২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রি.
সভার সময়	সকাল ১১.৩০ ঘটিকা
স্থান	বিভাগীয় কমিশনারের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

সভার শুরুতে সম্মেলন কক্ষে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানানো হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি সকলকে জানান যে, এ কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২৪-২৫) এর সংযোজনী-৪ এ উল্লিখিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা এর ১.৩ সূচক অনুযায়ী সুশাসন প্রতিষ্টার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে ত্রৈমাসিক সভা আহবানের বিধান রয়েছে। সভাপতি এ কার্যালয় এবং আওতাধীন জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় হতে প্রদত্ত সেবাসমূহ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখছে এবং এক্ষেত্রে কী ধরণের প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হচ্ছে সে বিষয়ে সম্মেলন কক্ষে উপস্থিত সকলকে সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরার জন্য অনুরোধ করেন।

০২। জনাব মো: আবুল বাশার, নির্বাহী পরিচালক, আপস, রাজশাহী, সভাকে জানান যে, পূর্বের তুলনার বর্তমান সময়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তবে কিছু প্রতিষ্ঠান সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেবা না দেওয়া সাধারণ জনগণের ভোগান্তি রয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, বিগত সরকারের সময় কিছু অসাধু ব্যক্তিদের দ্বারা ভৌগান্তির স্বীকার হলেও বর্তমানে তা হতে হয়না। সিটিজেন্স চার্টারের সেবা সমূহ সঠিক সময়ে পাওয়া যায়। তিনি আরও বলেন যে, এখনো কিছু কিছু দপ্তরে অসাধু লোক রয়েছে তাদের নিয়মিত বদলি করলে এই ধরণের কোন সুযোগ তারা গ্রহণ করতে পারবে না। তিনি আরও জানান যে, সাধারণ মানুষের কয়েকটি জায়গায় সেবা নেয়ার বেশি প্রয়োজন পড়ে। তার মধ্যে হাসপাতাল ও কোর্ট এছাড়া ও বিভিন্ন সরকারি অফিসে বিভিন্ন ধরণের সেবা নিতে গিয়ে ভোগান্তির স্বীকার হতে হয়। বর্তমান সময়ে পুলিশ বিভাগ একটু ঢিলে ঢালা ভাবে দায়িত্ব পালন করছে। যার ফলে বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে নিরাপত্তার অভাবে গ্রামের মানুষ এখনো আতঙ্কিত হয়ে আছে। এই চুরি সেই চুরি ডাকাতিসহ বিভিন্ন অপকর্মের সাথে মানুষ লিপ্ত হয়ে আছে। তাই সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য এবং হাসপাতালগুলোতে হাসপাতাল প্রশাসেনের পরিদর্শন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

০৩। জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, রাজশাহী এর প্রতিনিধি, সভাকে জানান যে, বর্তমান সময়ে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ কিছু অল্প বয়সি মানুষের নিকট লাচ্ছনার শিকার হচ্ছে। যেমন: বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের পদত্যাগের বিষয়ে আনন্দোলন হচ্ছে। সেই সাথে অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুলিশ টহল কমে যাওয়ায় অপরাধীরা মাথা চাড়া দিয়েছে। চুরি বৃদ্ধি পেয়েছে। নিয়মিত পুলিশ টহল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঢেলে সাজালে হয়তো এমন বিষয় থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে।

০৪। জনাব দেবাশীষ রায় মধু, বিশিষ্ট্য সমাজ সেবী, সভাকে জানান যে, সরকারি অফিসে কিছু অসাধু ব্যাক্তির জন্য সেবা প্রার্থীদের ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি দেওয়া থাকলেও অর্থ ছাড়া কোন কাজ হয় না। টাকা না দিলে আজ হবেনা স্যার নেই, কাল আসেন। কিংবা কাল স্যার ছুটিতে রয়েছেন পরেরদিন আসেন। এইভাবে ঘোরাতে থাকে। যদি কাজের জন্য কিছু টাকা দিয়ে দেয়া হয় তাহলে কাজ হয় নয় তো হয়না। এগুলো এই দেশের জন্য চরম দুঃখ জনক। বর্তমানে ই-নামজারি, জমির খাজনা অনলাইনে করা হয়েছে। কিন্তু মূল কাগজ দেখাতে হয় ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তার নিকট তা না হলে। প্রস্তাবিত খতিয়ান প্রস্তুত করা হয় না। কিন্তু মূল কাগজের স্ক্যান কপি আবেদনের সময় সংযুক্ত করতে হয় তা না হলে আবেদন করা যায় না। আর ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তার অফিসে হার্ডকপি প্রদর্শন করতে গেলে লাগে বিভিন্ন অংকের টাকা ছাড়া কাজ হয় না। এই ধরণের ভোগান্তি দূর করতে পারলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি অনেকাঅংশে কমবে।

০৫। জনাব আবু সালেহ মোঃ আশরাফুল আলম, ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার, রাজশাহী বলেন যে, বিগত কিছু দিনের তুলনায় পুলিশ টহলসহ অন্যান্য কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হয়েছে। তবে কিছু অল্পবয়স্ক ছেলেরা নতুন করে ক্ষমতা জানান দিতে বিভিন্ন অপকর্ম করছে বলে জানা যায়। আগামীতে এ সমস্ত কাজ অপরাধমুলক কার্যক্রমের সাথে জড়িতদের আইনের আওতায় নেয়া হবে বলে তিনি সভাকে জানান।

০৬। জনাব মোঃ মাছুদুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক, নাটোর, উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে জানান যে, তার অফিসে কোন ধরণের অনিয়ম হলে তা মেনে নেয়া হবে না। এ ধরণের কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

০৭। ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর, বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী বলেন যে, অংশীজনদের নিয়ে এ ধরনের সভা আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কার্যালয় এবং আওতাধীন জেলা প্রশাসকের কার্যালয় বা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়সমূহ হতে যে সেবা জনগণকে দেওয়া হচ্ছে সে সর্ম্পকে মতামত বা সুপারিশ গ্রহণ করা । প্রদত্ত সেবার মান উন্নয়নে এ ধরনের সভা গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এছাড়া কার্যকর গণশুনানী আয়োজনের মাধ্যমে সরকারি সেবাকে আরও জনবান্ধব করা যায়। অর্পিত দায়িত্ব পালনে আরও বেশি আন্তরিক হওয়ার জন্য তিনি সকলের প্রতি অনুরোধ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের আন্তরিকতা ঠিক থাকলে এ কার্যালয় এবং আওতাধীন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সমূহ হতে সেবা গ্রহীতাদের যে সকল সেবা প্রদান করা হয় তা আরও মানসম্মত এবং জনবান্ধব হবে। তিনি আরও জানান যে, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রতি তিন মাস পরপর হালনাগাদ করা হয়ে থাকে তবে কখন দেখা যায় যে, ঐ অফিস থেকে অন্য অফিসে বদলি হয়ে গেলেও সে কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে হালনাগাদ করা হয় না। সে বিষয়ে সকল সরকারি অফিসের ওয়েবসাইট হালনাগাদ রাখা প্রয়োজন। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেবা না পেলে GRS সফটওয়্যারের মাধ্যমে অভিযোগ দাখিল করতে হবে। অভিযোগের বিষয়ে কোন সমাধান না পেলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল করতে হবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা তখনই হবে যখন সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেবা প্রদান করা হবে এবং কোন অভিযোগ আসবে না। তিনি আরও বলেন যে, সাধারণ জনগণ যেন কোনভাবেই ভোগান্তির শিকার না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পেলে সাথে সাথে সে বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১.	সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো জনগণের মাঝে আরও প্রচার করতে হবে এবং বিভিন্ন সভা/সেমিনারে এ বিষয়ে আলোচনা করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ
০২.	শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে অংশীজনের সভা, শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ
০৩.	শুদ্ধাচার সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও বিকল্প কর্মকর্তা এর ছবিসহ হালনাগাদ তথ্য স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ
০৪.	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ওয়েবসাইটে আপলোড, প্রকাশ্যে প্রদর্শন ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) রাজশাহী বিভাগ
০৫.	প্রতিটি জেলায় সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ এবং সিভিল সার্জন (সকল) রাজশাহী বিভাগ
০৬.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠন নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ এবং জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল) রাজশাহী বিভাগ

পরিশেষে দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনে শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা চর্চার উপর গুরুত্বারোপ করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

৩০-০৯-২০২৪
ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর
বিভাগীয় কমিশনার
০২৫৮৮৮৫৭২৩৩ (ফোন)
০২৫৮৮৮৫৭৫২৯ (ফ্যাক্স)
divcomrajshahi@mopa.gov.bd

তারিখ: ১৫ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৫.৪৩.০০০০.০১২.০১.০০৪.২৪.৫০৯

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এঁর দপ্তর, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ;
২। সিনিয়র সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়;
৩। উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, রাজশাহী রেঞ্জ, রাজশাহী;
৪। পুলিশ কমিশনার, রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ, রাজশাহী;
৫। পরিচালক, স্থানীয় সরকার, স্থানীয় সরকার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী;
৬। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, সার্বিক, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী;
৭। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, রাজস্ব, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী;
৮। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, উন্নয়ন, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী;
৯। পরিচালক, বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) এর কার্যালয়, রাজশাহী;
১০। জেলা প্রশাসক(সকল), রাজশাহী বিভাগ;
১১। পুলিশ সুপার (সকল), রাজশাহী রেঞ্জ;
১২। পরিচালক, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (সকল), রাজশাহী বিভাগ;
১৩। জেলা সিভিল সার্জন (সকল) রাজশাহী বিভাগ;
১৪। উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), শুদ্ধাচার অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ;
১৫। জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল) রাজশাহী বিভাগ;
১৬। কমিশনারের একান্ত সচিব, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী;
১৭। নাজির (অফিস), নেজারত শাখা, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী এবং
১৮। জনাব .....।

০১-১০-২০২৪
ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর
বিভাগীয় কমিশনার

সকল সংযুক্তিসমূহ:

(১) অংশীজনের সভার হাজিরা